OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 227 - 230
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 227 - 230
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ক্ষুধা, দারিদ্র্যতা ও শোষণের নির্মম বাস্তবতা : মহাশ্বেতা দেবীর ‘জাতুধান’ গল্পের বিশ্লেষণ

সম্প্রীতি মণ্ডল রায়
Email ID: sampritimandal2018@gmail.com
0009-0009-3541-4127

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Social realism, hunger, poverty, indigenous society, exploitation, humanity.

Abstract
Mahasweta Devi has powerfully established the tradition of social realism in Bengali literature. Her literary works repeatedly bring out the real picture of the struggles, hunger, poverty, and exploitation faced by marginalized people in society. This research paper analyzes her short story ‘Jatudhan’. In this story, the harsh reality of society is vividly portrayed, where rice is not merely food but emerges as a symbol of life itself. At the same time, the author highlights the economic and social exploitation of indigenous communities.

The objective of this paper is to analyze class inequality and the human crisis present in society. Mahasweta Devi is a unique treasure in the world of Bengali literature. Through her writings, she has very powerfully depicted the realities of marginalized people, indigenous life, and state neglect. This paper will discuss in detail the theme, characters, symbolism, social significance, and the author’s perspective in the story ‘Jatudhan’.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী এক অনন্য নাম, যিনি সমাজের প্রান্তিক ও বঞ্চিত মানুষের জীবনকে সাহিত্যের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে আদিবাসী, দলিত ও নিম্নবর্গের সংগ্রামী জীবন। মহাশ্বেতা দেবীর রচিত ‘জাতুধান’ গল্পটি এই ধারারই একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এই গল্পে লেখিকা শুধু একটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাহিনি তুলে ধরেননি; বরং সমাজের গভীরে প্রোথিত শোষণ, শ্রেণিবৈষম্য এবং মানবিক সংকটকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ করেছেন।

‘জাতুধান’ গল্পটি এমন এক সময় ও সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত, যেখানে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষরা নিত্যদিনের জীবনযুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকে। এই সমাজে জমিদার বা প্রভাবশালী শ্রেণি যেমন আছে, তেমনি আছে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস। মহাশ্বেতা দেবীর অধিকাংশ গল্পেই দেখা যায়, তিনি আদিবাসী ও নিম্নবর্গের জীবনের নির্মম বাস্তবতা তুলে ধরেন। তাঁর সাহিত্য মূলত সমাজবাস্তবতাবাদী, যেখানে কল্পনার চেয়ে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই বেশি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 227 - 230
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গুরুত্ব পায়। 'জাতুধান' গল্পেও আমরা দেখতে পাই, লেখিকা এমন এক পরিস্থিতি নির্মাণ করেছেন যেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদা-খাদ্য-অপ্রাপ্তির কারণে মানুষ নিজের মানবিকতা হারাতে বসে।

'জাতুধান' শব্দটি মূলত পুরাণ থেকে আগত, যার অর্থ রাক্ষস বা নরভোজী সত্তা। মহাশ্বেতা দেবী এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন একটি শক্তিশালী প্রতীকরূপে। এই গল্পে 'জাতুধান' কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তা নয়; বরং এটি মানুষের মধ্যেই জন্ম নেওয়া এক ভয়াবহ প্রবৃত্তির প্রতীক। যখন মানুষ চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধার মধ্যে পড়ে, তখন তার মানবিকতা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সে একধরনের 'জাতুধান'-এ পরিণত হয়। এই প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে লেখিকা বোঝাতে চেয়েছেন, সমাজের অবহেলা ও শোষণই মানুষকে অমানবিক করে তোলে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'জাতুধান' গল্পটির প্রেক্ষাপট শুরু হচ্ছে ভাগীরথীর কূলে অবস্থিত বেলেটি নামে একটি জায়গা যা অর্ধেক শহর অর্ধেক গ্রাম। গল্পের প্রধান চরিত্র সাজুয়া সেখানকার বাসিন্দা। এখানে তিওরেরা অন্ত্যজশ্রেণি ভুক্ত এবং অবহেলিত হওয়ার কারনে দারিদ্রতা ও অভাব অনটন তাদের জীবন কে ঘিরে অবস্থান করে। যখন যেমন সম্ভব হয়, সময়ের হাত ধরে, পরিবার পরিজনদের ছেড়ে তারা বেড়িয়ে পড়ে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে –

> "কথাবার্তা হয়ে যায়। সাজুয়া ঘর ছাড়ে। গভীর, গভীর পত্নী প্রেমে, জননীর প্রতি ভালবাসায়। ও থাকলে, এই টানের দিনের সব চাল খেয়ে ফেলবে। ওরা বউ-শাশুড়িতে, আজ আমানি, কাল পষ্টি, পেট মেরে মেরে খাবে ক'দিন ধরে। চলে যাবার কালে কোলের ছেলেটা, একমাত্র সন্তান ওদের, গেঁদা নুনা শিশু জগন্নাথের জন্যে সাজুয়ার কষ্ট হয় এবং ও ভাবে, ফারাক্কায় টাকার খেলা, চারদিকে কত রাস্তা, ব্যাবসাবাণিজ্য, ওকে কেন পেটের ভাতের জন্য চলে যেতে হয়?"[১]

এদের দলের নেতা মাতং, বৃদ্ধ মাতং চেষ্টা করে তাদের অন্নের জোগান দেবার, তাই প্রতিবছর মাতং ওদের নিয়ে রাঢ় দেশ চলে যায় ধান চাষের জন্য। শীতের মুখে ধান কেটে নিজেদের পারিশ্রমিক হিসাবে অর্জিত ধান নৌকায় চাপিয়ে এরা নিয়ে আসে। কিন্তু সাজুয়ার পেটের খোরাক যে অন্যদের থেকে আলাদা এ বিষয়টা মাতং ভালভাবে জানে সেজন্য সে চেষ্টা করে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে।

অপরদিকে রাম সিংগির বেলেটি গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার জমিতে তিওরেরা বর্গাদার। সে জমিটি চর জমি। অঘ্রানের ধান গোলায় তুলে, নবান্ন উৎসব সেরে রাম সিংগিরের মা মারা যান। মাতৃশ্রাদ্ধে রাম তিওর পাড়ার সকলকে নেমন্ত্রন করে। সেখানে সাজুয়া শুধু পেট ভরে খেতে পেল তা নয়। একটা শিরপাও জুটে গেল 'জাতুধান'। এ প্রসঙ্গে লেখিকা বলেন -

> "সেই থেকে সাজুয়া জাতুধান। আর সবাই ভোজ পেয়েছে, ও একটা সম্মানী খেতাবও পেয়েছে। জাতুধান! নামটি ওর পছন্দ হয়েছে, উচ্চারণ করতে জিভেও এড়ে না। কাজ, মানে চাষ কাজ যখন থাকে, তখনি ওর পেট ভরা মুশকিল। যে বছর চর নেই, চাষ নেই, সে বছর ও বেরিয়ে পড়ে। যতদিন পারে, রাম সিংগির কাছে ধার নেয়। তারপর বউ ও লুঙ্গি, গেঞ্জি, গামছা কেচে দেয়। পোঁটলা বেঁধে ও রওনা দেয়।"[২]

কিন্তু এবারের মত রাম সিংগির তাদের কাজ দেয়। ধান গোলায় তোলার কাজ। মাতং বুঝতে পারে, নিশ্চয় বান ডাকবে, তাই তারা সকলে মিলে রাম সিংগিরের কাছে যায়, রাম তাদের আত্মস্থ করলেও। ভাগীরথী কিন্তু তাদের আত্মস্থ করে না। এবং নিঃশব্দে ডোম পাড়ায় জল আসে –

> "দু-চার দিন সময় দিল না ভাগীরথী। বৃষ্টি নেই, মেঘ নেই, শুক্ল-পক্ষের নির্মল আকাশ, পাড় ছেড়ে নদী নিঃশব্দে ডিম পাড়ায় ঢুকল।"[৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 227 - 230
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাম সিংগির মনে প্রশ্ন জাগে বন্যায় চর অক্ষুণ্ণ আছে কি না, সেখানে তার ধানের খেত, সাজুয়া নৌকো নিয়ে ভেসে পরে ও দেখে অতি-আশ্চর্যের বিষয় চরটি অক্ষুণ্ণ অবস্থাতে আছে। সে জলের গতি লক্ষ্য করে, পেট ভরে চিড়ে ও গুড় খেয়ে মাচাঙ, উঠে শুয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যে নামতেই ঘুমিয়ে পরে। তার ঘুমের মধ্যে চর ভেসে যায় –

> "সাজুয়া ঘুমের মধ্যে ধাক্কা খায়। প্রথমে মৃদু তারপর জোর ধাক্কা। না, গায়ে ধাক্কা নয়, মাচাঙ নড়ছে। ওরা এল না কি? উঠে বসে ও, এখন চোখ কচলে চেয়ে দেখে চন্দ্রালোকিত ভাগীরথী ওর চারিদিকে। বিমূঢ়, আতঙ্ক বিহ্বল সাজুয়া আবার চেয়ে দেখে। ধান নেই, চর নেই, জল ওর মাচাঙের খুঁটিতে ধাক্কা মারছে। চালে উঠবে? চাল তো তেমন পোক্ত করে বাঁধা হয়নি? মাচাঙের খাঁচাটি আঁকড়ে ধরে ও, চোখ বোজে। বউ নয়, মা নয়, ছেলে নয়, নিজের জন্য ভীষণ কষ্ট হয় ওর। কিছুই পাওয়া হল না জীবনে। সব সাধ অপূর্ণ রেখে চলে যেতে হল। জল এখন মাচাঙের খুঁটি থেকে খাঁচাটি খসিয়ে নিল। জলে পড়ে তবে সাজুয়া বুঝতে পারল, ভাগীরথী বুকের নিচে ভীষণ তোলপাড়। গুম গুম শব্দ হচ্ছে অতলে। ওপর পানে চাইল ও। নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত চন্দ্রিমা।"[৪]

চর ভেসে যাওয়ার ঘটনা তিওরদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে। অনেক খোঁজাখুঁজি পরে একটা শবদেহ পাওয়া যায় মাথায় ঝাঁকড়া চুল ও হাতে লোহার বালা। আর কোনো সন্দেহ থাকে না মাতংদের। তাদের মনে রামসিংগির প্রতি ক্রোধ জন্মায়।

> "মাতং ভীষণ ক্রোধে বলল, 'রাম সিংগি বাবু দিবে? জল আসবে জেনাছিল, কারেও বলে নাই? মোষের কথা ভাবল, মানুষের কথা ভাবে নাই!' চার দিকে বন্যা তাড়িত মানুষ। বেলেটি এখন মানুষে থইথই। তিওররা খড়ের পুতুল দাহ করল। তারপর রাম সিংগির কাছে গেল। মাতং বলল, এই বান-বন্যা তোমারে ছুঁল না বাবু!"[৫]

অবশেষে মাতং রামসিংগিরের কাছে সাজুয়ার শ্রাদ্ধের ভোজনের জন্য চাল দাবি করে। নিরুপায় রাম সিংগির তা সাজুয়ার বাড়িতে রেখে আসতে বাধ্য হয়। গল্পটির ঘটনা প্রবাহে শেষ মুহূর্তে দেখা যায় এক গভীর রাত্রে সাজুয়ার মা ও বউ প্রশান্তিতে ঘুমায়। হঠাৎ দরজায় করাঘাত সাথে সাজুয়ার অস্পষ্ট গলার আওয়াজ তার মা ভাবে সাজুয়া হয়ত প্রেত হয়ে এসেছে। ভীষণ বিস্ময়ের সাথে সে দেখে মাতং আর পিছনে দাড়িয়ে সাজুয়া। অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটা সত্য। সাজুয়া বেঁচে আছে। সে ভেসে চলে গিয়েছিল জিয়াগঞ্জ। এবং সেখানকার সেপাইরা তাকে উদ্ধার করে। পরে মাতং যখন তাকে শ্রাদ্ধের চাল ফেরত দেবার কথা বলে, সাজুয়া তাকে জানায় যে সে শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে ধামনায় চলে যাবে -

> "নিজের শ্রাদ্ধের চালের বস্তা কাঁধে জাতুধান অন্ধকারে পালাতে থাকে। ধামনাই অনেক দূরে। পালাতে পালাতে মনে হয়, ও ভাগীরথী চেয়েও শক্তিমান।"[৬]

পরিশেষে বলা যায়, মহাশ্বেতা দেবীর 'জাতুধান' গল্পটি কেবল একটি সাহিত্য কর্ম নয়, বরং একটি গভীর সামাজিক দলিল। যা আমাদের সমাজের বাস্তবতা কে উন্মেচিত করে। 'জাতুধান' গল্পটি আমাদের শুধু একটি কাহিনি শোনায় না, এটি পাঠক সমাজকে ভাবতে শেখায়, প্রশ্ন করতে শেখায়, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন হতে জাগরিত করে। এই দিক থেকে গল্পটি সাহিত্যিক ও সামাজিক গুরুত্ব অনেক বেশি গভীর ও প্রাসঙ্গিক।

Reference:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, বেহুলা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৮, অন্যধারা, কলকাতা ৩৮, পৃ. ৬০
২. ঐ, পৃ. ৫৭
৩. ঐ, পৃ. ৬৪
৪. ঐ, পৃ. ৬৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 227 - 230
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫. ঐ, পৃ. ৭১
৬. ঐ, পৃ. ৭৫

Bibliography:

রায়, আলোক, ছোটগল্পে স্বদেশ স্বজন, প্রথম প্রকাশ ১৪১৭, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা
ভট্টাচার্য, তপোধীর, ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান, দে'জ পাব, ২০১৭, কলকাতা ৭৩